কোন বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়ম বা রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ উত্থাপিত হলে বিচারিক প্রক্রিয়া কিভাবে শুরু বা নিষ্পত্তি হবে ?

(ক) কোন বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সধারী, দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ অথবা উক্ত আইনের অধীন প্রনীত কোন বিধিমালার বিধি-বিধান লংঘন করেন এবং এ ধরনের অনিয়ম যদি জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে বাতিলযোগ্য বিবেচিত হয় তবে কমিশনার বন্ড বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স সাময়িক বাতিল এবং সংঘটিত অপরাধের জন্য বিচারিক কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করেন। বন্ড লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত (Suspend) আদেশ এবং কারণ দর্শাও নোটিশ পৃথক পৃথকভাবে জারী করা হয়।

(খ) এ ছাড়া আইনের কোন ধারা বা আইনের অধীন প্রনীত কোন বিধিমালা লংঘনের দায়ে যদি সরকারের রাজস্ব ফাঁকি সংঘটিত হয় এবং উক্ত রাজস্ব শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১১১ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হয় তবে টাকা আদায় ও সংঘঠিত অপরাধের জন্য ধারা ১৫৬(১)-এর টেবিল অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করে বিচারিক প্রক্রিয়ার সূচনা করা হয়। পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ ও অর্থদন্ড আরোপ সংশ্লিষ্ট মামলায় দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৭৯ অনুযায়ী মামলা সংশ্লিষ্ট পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্বিশেষে বিচারিক কর্মকর্তার অধিক্ষেত্র নির্ণীত হয়ে থাকে, যেমন ঃ-

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	অধিক্ষেত্র
১	কমিশনার (বন্ড)	পণ্য মূল্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকার অধিক
২	অতিরিক্ত কমিশনার (বন্ড)	পণ্য মূল্য অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা
৩	যুগ্ম কমিশনার (বন্ড)	পণ্য মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা
৪	ডেপুটি কমিশনার (বন্ড)	পণ্য মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা
৫	সহকারী কমিশনার (বন্ড)	পণ্য মূল্য অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা
৬	রাজস্ব কর্মকর্তা (বন্ড)	পণ্য মূল্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা

(গ) কারণ দর্শাও নোটিশের নিষ্পত্তি বা ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বর্তৃপক্ষ যদি কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব প্রদান করেন বা না করেন প্রতিষ্ঠানকে বা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট দিনক্ষনে ব্যক্তিগত শুনানীতে আহবান করে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৩(৩) এর আওতায় বন্ড লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে এক মাসের কারণ দর্শাও নোটিশ ও যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদানের বাধ্যকতা আরোপ করা আছে। প্রতিষ্ঠানের জবাব বা ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি অভিযোগ পুনঃতদন্তের প্রয়োজন হয় তবে বিচারিক কর্মকর্তা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন এবং পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযোগের জবাব, তদন্তের ফলাফল ইত্যাদি সকল দলিলাদি পর্যালোচনাপূর্বক বিচারিক কর্মকর্তা মামলার ন্যায় নির্ণয়ন সম্পন্ন করেন এবং নির্ধারিত ফরমে বিচারাদেশ জারী হয়। প্রতিটি বিচারাদেশের পঞ্জিকা বছর ভিত্তিক নম্বর প্রদান করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট নথিতে এ দপ্তরের স্মারক নম্বরে বিচারাদেশ জারী করা হয়;

(ঘ) জারীকৃত বিচরাদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশনারের নিম্ন পদমর্যদাসম্পন্ন কর্মকর্তার বিচারাদেশ হলে শুল্ক আইনের ধারা ১৯৩ অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) বরাবরে আপীল দায়ের করতে পারেন। আপীল কমিশনার আপিল আবেদন খারিজ বা মঞ্জুর করলে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা সরকার পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ধারা ১৯৬ অনুযায়ী আপীল দায়ের করতে পারবেন। এছাড়া কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন বিচারাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হলে প্রতিষ্ঠানকে প্রথমেই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে হবে। কমিশনার (আপীল) ও কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত মামলা সংক্রান্ত সকল যোগাযোগ ও কার্যকলাপ লাইসেন্স নথি থেকে সম্পন্ন হয়ে আসছে;

(ঙ) আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে মাননীয় সুপ্রীম কের্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে কাস্টমস আপীল মামলা দায়ের করা যায় এবং তখনই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নথি নং- ৩(১৩) বোঃ প্রঃ-২(সঃ)/৯৮/ ৭৭৩ তারিখ: ২৫/১০/৯৮ অনুযায়ী সঠিত আইন শাখা হতে পৃথক নথি খুলে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বন্ড কমিশনারেটের যে কোন পত্র বা আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিষ্ঠান মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশন রিট মামলা দায়েরকালে এ সকল মামলার কার্যক্রম তথা মাননীয় হাইকোর্ট আদেশ-নির্দেশ এবং কমিশনারেটের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় আইন শাখার মাধ্যমে হয়ে থাকে। মাননীয় হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার বিষয়ে একজন পৃথক কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বন্ড কমিশনারেটসহ বিভিন্ন বিচারিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মাননীয় হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার বিষয়ে তথ্য আদান প্রদানে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন;

(চ) বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন ও বিচার প্রত্যাশী মামলা হ্রাস করার লক্ষ্যে অর্থ আইন ২০১১ এর মাধ্যমে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এ Alternative Disput Resultion নামে একটি Chapter XVIIIA সংযোজন করা হয়েছে।